বাংলাদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আমাদের করণীয়:

চিনুন, জানুন এবং জানান

বর্তমান পরিস্থিতি

করোনাভাইরাস মহামারির এই সময়ে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে গিয়েছে।

২০২০ সালে করোনা মহামারির বিস্তার ঠেকাতে দেশব্যাপী লকডাউন দেওয়া হয়। তখন বাসার বাইরে মানুষের যাতায়াত সীমিত ছিল, বন্ধ রাখা হয়েছিল বিভিন্ন সেবা ও অফিসের কার্যক্রম। এই ক্রান্তিকালেও বন্ধ হয়নি নারীর প্রতি সহিংসতা। ২০২০-এর জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মানবাধিকার ও আইন সহায়তা ক্লিনিকে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক ২৫,৬০৭টি অভিযোগ দাখিল করা হয়।

ব্র্যাকের কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রামের দেওয়া তথ্যানুযায়ী ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহের মোট ১১,২৯৮টি সহিংসতার অভিযোগ এসেছে যা ২০১৯ সালের এই সময়সীমার তুলনায় বেড়েছে ২৪%।

পল্লীসমাজের সদস্যরা এ বছরে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৫৩০টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করে। গত বছরের তুলনায় যা ২১৯% বেশি।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। চিনতে হবে সহিংসতা, জানতে হবে অধিকার এবং জানাতে হবে সঠিক মানুষকে।
কোন কোন আচরণকে সহিংসতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং প্রতিরোধ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হলো-

চিনে রাখুন: সহিংসতা কী?

শারীরিক সহিংসতা

- মারামারি, লাথি মারা বা অন্য কোনো শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আঘাত করা বা আঘাতের চেষ্টা করা যার কারণে নির্যাতিত ব্যক্তির আঘাত পাওয়া, ক্ষতি হওয়া, জীবনের ঝুঁকি বা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও বিকাশে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকে।

মানসিক সহিংসতা

- অপমান, গালিগালাজ, হুমকি বা এমন কোনো কথা যা শুনে কেউ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া কারও স্বাধীন চলাফেরায় বাধা দেওয়া, অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করা, আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া মানসিক সহিংসতার মধ্যে পড়বে।

যৌন সহিংসতা

- অনাকাঙ্ক্ষিত যেকোনো শারীরিক স্পর্শ, ধর্ষণ, বৈবাহিক ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি মৌখিক হয়রানি, মানসিক হয়রানি যেমন অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, তাকিয়ে থাকা, অনুসরণ করা, অশ্লীল ছবি বা ভিডিও করতে বাধ্য করা, ইন্টারনেটে হয়রানি, ব্ল্যাকমেইল, যেকোনো মিথ্যে প্রলোভন দিয়ে যৌন সম্পর্ক তৈরি করা বা অন্যান্য যৌনতা-ভিত্তিক আচরণ যা কারও শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সাইবার সহিংসতা

- ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কারও শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করার চেষ্টা করা। সাধারণত এ ধরনের সহিংসতা ইন্টারনেটে বা সামাজিক গণমাধ্যমে হয়ে থাকে।

বাল্যবিবাহ

- এমন বিবাহ যেখানে পাত্র-পাত্রী দুজনই বা যেকোনো একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক (পুরুষদের ক্ষেত্রে ২১ বছরের কম এবং নারীদের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম হলে)। কমবয়সি মেয়েরা বিশেষ করে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে মানসিক, শারীরিক সহিংসতা ও মৌখিক হয়রানির শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।

পারিবারিক সহিংসতা

- পরিবারের সদস্য বা পরিবারের কোনো প্রাক্তন সদস্যের করা যেকোনো শারীরিক, মানসিক বা আর্থিক অনাচার। পারিবারিক সহিংসতা যারা করে এবং যাদের বিরুদ্ধে করা হয় তারা সবসময় একই জায়গায় বসবাস করেন না।

আর্থিক সহিংসতা

- কোনো ব্যক্তিকে তার আর্থিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা অর্থ উপার্জন করা থেকে বিরত রাখা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, শিক্ষা, চাকরি বা কৃষিকাজ থেকে বিরত রাখা, কাউকে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ না দেওয়া ইত্যাদি। উত্তরাধিকার, জমি বা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা এ সংক্রান্ত প্রচলিত বৈষম্যমূলক নিয়মনীতিও সহিংসতার উদাহরণ হতে পারে।

মানব পাচার

- কোনো ব্যক্তিকে অনিচ্ছাকৃত যৌনকর্ম বা নিপীড়ন, শ্রম শোষণ বা অন্য যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা, বা লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয় দেওয়াকে মানব পাচার বলা হয়। মানব পাচার বাংলাদেশের ভেতরে বা বাইরে হতে পারে।

জানুন আপনার অধিকার: সহিংসতা বিষয়ক আইন কী বলে?

জাতীয় সংবিধান

বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য আছে সমান অধিকার। বিশেষত নারী ও পুরুষের সমঅধিকারের কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে।

১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩)

ধর্ষণ, হুমকি, আত্মহত্যার প্ররোচণা, কথা বা কাজ, গুরুত্ব বিবেচনায় যার শাস্তি এক বছরের কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড এবং আর্থিক জরিমানা পর্যন্ত হতে পারে।

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০

পরিবারে সহিংসতা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সুরক্ষা নির্দেশিকা।

ডিজিটাল সুরক্ষা আইন ২০১৮, দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারা (মানহানি)

সাইবার হয়রানির কারণে ৩-৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং আর্থিক জরিমানা হতে পারে।

শিশু আইন ২০১৩

২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং আর্থিক জরিমানা হতে পারে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩

সমঅধিকার, প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগসুবিধা এবং গণপরিবহনে নির্দিষ্ট আসন ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশিকা।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনা

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং কমিটি গঠনের নির্দেশিকা।

ধর্ষণ প্রমাণে সহায়তায় হাইকোর্টের ১৮ দফা নির্দেশনা

দ্রুত কেস দাখিল এবং যত দ্রুত সম্ভব তদন্ত নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নির্দেশনা। ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখা বাধ্যতামূলক।

'টু ফিঙ্গার টেস্ট'-এ হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা

হাইকোর্ট ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির জন্য বিতর্কিত 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' নিষিদ্ধ করেছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে নারী পুলিশ অফিসার, নারী চিকিৎসক এবং পরিবারের সদস্যের উপস্থিতিতে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির পরীক্ষা করা হবে।

সহিংসতা চোখে পড়লে কাকে জানাতে পারি?

১০৯	নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সহায়তার নম্বর
১০৯৮	শিশু সহায়তা কেন্দ্রের নম্বর
৯৯৯	জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর
১৬৪৩০	বিনা খরচে সরকারি আইন সহায়তা
০১৩২০০৪২০৫৫	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জরুরি সহায়তা নম্বর
০১৩২০০০০৮৮৮	পুলিশের নারী বিষয়ক সাইবার সহায়তা নম্বর (cybersupport.women@police.gov.bd)

ব্র্যাক মানবাধিকার এবং আইন সহায়তা ক্লিনিক কোথায় আছে জানতে এখানে ক্লিক করুন।

রবি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৮.৩০ থেকে বিকেল ৫.৩০ পর্যন্ত ক্লিনিকে যোগাযোগ করা যাবে।

কেউ ধর্ষণের শিকার হলে:

প্রথমেই তার দিকে খেয়াল রাখুন। তারপর,

ফোন করে জানান: নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটলে জরুরি সহায়তার জন্য হেল্পলাইন ১০৯ অথবা ৯৯৯-এ ফোন করে জানান।

আলামত সংগ্রহ করুন: কাপড় ও চুল অপরাধী শনাক্তকরণের শক্তিশালী প্রমাণ। এগুলো নষ্ট হতে দেবেন না। সেইসঙ্গে যিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তিনি মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর আগে যেন গোসল না করেন তা নিশ্চিত করুন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে জেলা বা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করুন: উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা প্রাইভেট হাসপাতালে অনেক সময় মেডিক্যাল পরীক্ষা করার উপযুক্ত সরঞ্জাম থাকে না। সুতরাং প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল টেস্ট করা সম্ভব এমন হাসপাতালে তাকে নিয়ে যান।

মামলা দায়ের করুন: নিকটবর্তী থানায় গিয়ে ধর্ষণের মামলা দায়ের করুন। যদি পুলিশ মামলা নিতে আগ্রহ না দেখায় তাহলে আবার হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করুন। আদালতের বাইরে কোনো সমঝোতা বা মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন না। এটি সম্পূর্ণভাবে বেআইনি।

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া: যৌন নির্যাতন যেকোনো শারীরিক আঘাতের চাইতে অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যখন কেউ ধর্ষণের শিকার হয় তখন সাধারণত সে ভয়-লজ্জা-আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে তারা বিষণ্নতায় ভোগে এবং প্রায়ই দেখা যায় তারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সুতরাং নির্যাতিত ব্যক্তির মনোবল বৃদ্ধির জন্য মনোরোগ ও আইনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ জরুরি।